রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৯, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ০৯ এপ্রিল, ২০২৬

নিম্নলিখিত বিলটি ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ০৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :

বা. জা. স. বিল নং ৬২/২০২৬

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৪৮ক) বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত বিলুপ্ত দফা (৪৮ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৪৮খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

মূল্য : টাকা ৮·০০

"(৪৮খ) **শ্লথগতির সাধারণ যানবাহন"** অর্থ সড়ক, নগর বা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত এলাকায় জনসাধারণের চলাচলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এমন মানবচালিত, পশুচালিত বা প্যাডেলচালিত নিম্নগতির যানবাহন অথবা ৩ (তিন) চাকার স্বল্পগতির ব্যাটারিচালিত রিক্সা (ই-রিক্সা), যাহার কাঠামোগত নকশা এবং প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৩০ (ত্রিশ) কিলোমিটার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ;"; এবং

(খ) দফা (৫৫ক) বিলুপ্ত হইবে;

৩। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের নতুন ধারা ১৩ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"১৩ক। **বিশেষ পরিস্থিতিতে মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অপসারণের ক্ষেত্রে সরকার এর ক্ষমতা।**—এই আইনের অন্যান্য বিধান কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, যে কোনো বা সকল সিটি কর্পোরেশন মেয়র বা কাউন্সিলরগণকে অপসারণ করিতে পারিবে।"।

৪। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনে নূতন ধারা ২৫ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"২৫ক। **বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশাসক নিয়োগ ও কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সরকার এর ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে, অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, যে কোনো সিটি কর্পোরেশনে উহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত উপযুক্ত কর্মকর্তাকে পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এমন সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রশাসকের কর্ম সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত প্রশাসক এবং উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ, যদি থাকে, যথাক্রমে মেয়র ও কাউন্সিলরের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।"।

৫। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের ধারা ৩২ক এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ক বিলুপ্ত হইবে।

৬। **ধারা ৩৫ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খখ) বিলুপ্ত হইবে।

৭। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের তৃতীয় তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের তৃতীয় তফসিলের ক্রমিক ১৯.২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ক্রমিক ১৯.২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১৯.২. কোনো বক্তি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং নিবন্ধন ব্যতীত নগরীতে মোটরযান বা মোটরগাড়ী গাড়ী ছাড়া অন্য কোনো শ্লথগতির সাধারণ যানবাহন রাখিতে, ভাড়া দিতে বা চালাইতে পারিবেন না।"।

৮। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের পঞ্চম তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের পঞ্চম তফসিলের ক্রমিক (৬০) এর পর নিম্নরূপ নূতন ক্রমিক (৬০ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৬০ক) লাইসেন্স এবং নিবন্ধন ব্যতীত ই-রিক্সা চালানো, অনুমোদিত গতিসীমার অতিরিক্ত গতিতে চালানো, অতিরিক্ত যাত্রী বহন, অননুমোদিত ব্যাটারি ব্যবহার, মোটর বা কাঠামো পরিবর্তন, নিষিদ্ধ এলাকায় চালানো, বিপজ্জনকভাবে চালানো, যাত্রী ব্যতীত মালামাল পরিবহন, সিগন্যাল অমান্য করা অথবা দুর্ঘটনার পর পালাইয়া যাওয়া।"।

৯। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের ষষ্ঠ তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের ষষ্ঠ তফসিলের ক্রমিক (১৯) এর পর নিম্নরূপ নূতন ক্রমিক (১৯ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১৯ক) শ্লথগতির সাধারণ যানবাহন চলালচল নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, ই-রিক্সা নকশা ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য, নির্ধারিত স্থানে ই-রিক্সায় ব্যবহৃত ব্যাটারি রিচার্জকরণ, ই-রিক্সায় ব্যবহৃত ব্যাটারি পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে বিনষ্ট বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা, কর্পোরেশনের অনুমোদিত অঞ্চল বা স্থানে ই-রিক্সা চলাচল সীমিতকরণ এবং বাস চলাচলের রুটে ই-রিক্সা নিষিদ্ধকরণ।"।

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৪ নং অধ্যাদেশ), স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৩ নং অধ্যাদেশ), স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৫ নং অধ্যাশে) এতদ্দ্বারা রহিত করা হলো।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশ তিনটির অধীন কৃতকার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

বাংলাদেশ সুদীর্ঘকাল যাবৎ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তৃণমুল পর্যায় থেকে শুরু করে সকল স্তরে জনগণের নিকট বহুমাত্রিক সেবা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে দেশে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ—এই পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে।

২। সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল আইন/অধ্যাদেশ একীভূত ও সমন্বিত করে ২০০৯ সালে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯' (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১১' (২০১১ সনের ২২ নং আইন), 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১২' (২০১২ সনের ৭ নং আইন), এবং 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১৫' (২০১৫ সনের ২৬ নং আইন) দ্বারা আইনটি সংশোধন করা হয়।

৩। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ও নাগরিক সেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জনস্বার্থে গত ১৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' জারি করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের আলোকে এবং নির্বাচনে সকল পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা হয়। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিক্সার চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যাটারিচালিত রিক্সার নিবন্ধন এবং চালকের লাইসেন্স প্রদানে সিটি কর্পোরেশনের ক্ষমতা নিরূপণসহ ব্যাটারিচালিত রিক্সা চলাচল নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নের জন্য ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে' 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা হয়।

৪। প্রস্তাবিত সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

(ক) পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জনপ্রতিনিধিগণের অনুপস্থিতিতে বিশেষ পরিস্থিতিতে সিটি কর্পোরেশনের সকল প্রকার জনসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম নির্বিঘ্নভাবে পরিচালনার বিধান নিশ্চিতকরণ;

(খ) বিশেষ পরিস্থিতিতে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরের অনুপস্থিতিকালীন নাগরিক সেবা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে জনস্বার্থে অপসারণ ও তদস্থলে প্রশাসক নিয়োগের বিধান অধিকতর স্পষ্টীকরণ (নতুন ধারা ১৩ক)। এছাড়া, সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রশাসকের কার্যসম্পাদনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে সহায়ক কমিটি গঠনের বিধান সংযোজন (নতুন ধারা ২৫ক);

(গ) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিক্সার চলাচল নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সিটি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যাটারিচালিত রিক্সার নিবন্ধন এবং চালকের লাইসেন্স প্রদানে সিটি কর্পোরেশনের ক্ষমতা নিরূপণ (তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ ১৯.২);

(ঘ) দলীয় প্রতীকের পরিবর্তে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সকল পর্যায়ের জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

৫। উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ও নাগরিক সেবামূলক কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০২৬' শীর্ষক বিলটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হলো।

মীর শাহে আলম
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd